হোয়াইট হাউজের রবার্ট ডি ক্রেনের (Robert. D. Crane) এর

মুসলমান হওয়ার ঘটনা

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়া রহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

আজকের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে," হোয়াইট হাউজের রবার্ট ডি ক্রেনের (Robert D.Crane) মুসলমান হওয়ার ঘটনা।

রবার্ট ক্রেন, মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট নিক্সন (President Nixon of U.S.A)এর বৈদেশিক বিষয়ের এডভাইজার ছিলেন।

তিনি পাবলিক ল (Public Law) তে ডক্টরেট ডিগ্রীধারী । এবং ইন্টারন্যাশনাল ল (International Law) তে ও Phd ডিগ্রীধারী ।

তিনি হার্ভার্ড (Harvard) ইউনিভার্সিটি এর ইন্টারন্যাশনাল ল এর সভাপতি (President of the Harvard Society of International Law) ।

একদিন প্রেসিডেন্ট নিক্সন রবার্ট ক্রেনের কাছে ইসলামিক প্রিন্সিপলস এবং রুলস (Islamic Principles and Rules) সম্পর্কে জানতে চাইলেন। এ বিষয়ের উপর একটা রিসার্চ পেপারস(Research Papers) তৈরী করার জন্য সি আই এ (C.I.A)কে দায়িত্ব দিলেন।

সি, আই, এ (C.I.A) একটা লম্বা রিসার্চ পেপার (Research Paper) রবার্ট ক্রেনের কাছে জমা দিলেন। প্রেসিডেন্ট নিক্সন রবার্ট ক্রেইনকে নির্দেশ দিলেন লম্বা রিসার্চ পেপারটি সংক্ষেপ করে তার কাছে পেশ করার জন্য।

রবার্ট ক্রেইন পেপারটি পড়লেন এবং সংক্ষিপ্তাকারে প্রেসিডেন্ট এর কাছে উপস্থাপন করলেন। সি, আই এ(C.I.A)এর তৈরী পেপারটি রবার্ট ক্রেইনকে উদ্‌বুদ্ধ করলো ইসলাম সম্পর্কে আরও বেশী জানা ও গবেষনা করার জন্য। তিনি বিভিন্ন সভা সেমিনারে অংশগ্রহণ করে ইসলামিক প্রিন্সিপলস ও রুলস (Islamic Principles and Rules) সম্পর্কে জানার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখেন।

ইসলাম সম্পর্কে সঠিক জ্ঞান অর্জনের ফলেই একদিন তিনি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হলেন। এ সংবাদ দ্রুতই মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের বিভিন্ন অঞ্চলে তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ল।

তিনি ১৯২৯ সালে জন্মগ্রহণ করেন। বর্তমানে তার বয়স ৯১ বছর। তিনি এখনও ইসলাম প্রচারের পক্ষে কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন । ১৯৮১ সালে যখন তিনি মুসলমান হন তখন তার বয়স ছিল ৫২ বছর।

ইসলাম গ্রহনের পর নিজের নাম পরিবর্তন করে "ফারুক আব্দুল্ হক"(Farooq Abdul Haq) গ্রহণ করেন। দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক(রাঃ) এঁর নামের সাথে মিল রেখে, তিনি নিজেকে "ফারুক" নামে দুনিয়াবাসীর কাছে তুলে ধরেন। কারণ রাসুল(দঃ) এঁর পর দ্বিতীয় খলিফা হযরত উমর ফারুক(রাঃ) ন্যায় বিচারের প্রতীক রূপে উদ্ভাসিত হয়েছিলেন।

তিনি কেন ইসলাম গ্রহণ করেছিলেনঃ তার বর্ণনা নিম্নরূপঃ

১।আইনের ছাত্র হিসাবে , আমি আইন সম্পর্কে যা পড়েছি সবগুলোই আমি ইসলামের আইনের মধ্যে পেয়েছি।

২। আমি তিন বছর হার্ভার্ডে(Harvard) আইন নিয়ে পড়াশোনা করেছি ,কিন্তু"ন্যায়বিচার"(Justice) শব্দটি তাদের আইনের বইগুলোতে পাইনি। কিন্তু ইসলামের আইনে "ন্যায়বিচার "(Justice) শব্দটা বারংবার পেয়েছি।

তিনি আরও বলেনঃ

আমরা একবার লিগ্যাল (Legal) বিষয়ের উপর বিতর্ক করছিলাম । ইহুদী আইনের(Jewish Law) একজন প্রফেসরও আমাদের সাথে ছিলেন। যখন তার হাবভাব/আচরণ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল তখন তাকে শায়েস্তা করার জন্য আমি সিদ্ধান্ত নিলাম । আমি ইহুদী আইনের প্রফেসরকে প্রশ্ন করলাম , যুক্তরাষ্ট্রের শাসন্তন্ত্রে(Constitution) উত্তরাধিকার আইন(Law of Inheritance) কত বিস্তৃত। তিনি বললেন ৮ ভলিউম(8 volumes)। আমি বললাম ,যদি আমি তোমাকে দেখাই যে, ইসলামে উত্তরাধিকার আইন (Law of Inheritance)দশ লাইনের বেশী নয়, তবে কি তুমি বিশ্বাস করবে ইসলাম সত্য ধর্ম/ জীবনব্যবস্থা?

তিনি বললেন , এত বিস্তৃত উত্তরাধিকার আইন(Law of Inheritance) মাত্র ১০ লাইনে বর্ণনা করা সম্ভব নয়।

আমি কোরানের উত্তরাধিকার আইনের অল্প কয়েকটি আয়াত (Verses) তার কাছে উপস্থাপন করলাম।

কিছুদিন পর , ইহুদী প্রফেসর আমার কাছে এলেন এবং বললেন, এটা মানুষের পক্ষে অসম্ভব যে, সমস্ত নিকটবর্তী ও দূরবর্তী আত্মীয়দের মধ্যে এমন সুন্দর ন্যায়সংগতভাবে উত্তরাধিকার সম্পদ বন্টন করা যাতে কেউ বঞ্চিত না হয় এবং নিপীড়নের শিকার না হয়। এ বিধান শুধু মানুষের সৃষ্টিকর্তার পক্ষেই দেয়া সম্ভব।

ঐ ইহুদী প্রফেসর পরে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে মুসলমান হন।

ডক্টর ররার্ট ক্রেন (ফারুক আব্দুল হক) ৫২ বছর বয়সে ইসলাম গ্রহণের পর থেকে আজ অবধি অর্থাৎ ৯১ বছর বয়স পর্যন্ত ইসলামের বাতি জ্বালিয়ে যাচ্ছেন।

আল্লাহ তা'য়লা তাঁর আলো থেকে লক্ষ লক্ষ আলো প্রজ্জলিত করুন। আমীন।

সুতরাং প্রিয় ভাই ও বোনেরা , আসুন আমরা কোরান ও হাদীস গভীরভাবে পড়শুনা করি এবং ইসলামের বাণী ইসলামের আলো দিকে দিকে মানুষের মাঝে ছড়িয়ে দেয়ার প্রচেষ্টায় লিপ্ত হই । আল্লাহ আমাদের প্রচেষ্টায় বরকত দান করে দুনিয়া ও আখেরাতে আমাদেরকে কল্যাণ দান করুন। আমীন।

আসসালামুয়ালাইকুম ওয়ারহমতুল্লাহি ওয়াবারাকাতুহু।